খুলনা বিভাগের সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

(জুন, ২০২১ পর্যন্ত সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা সর্বমোট: ৮৯টি)

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ		১. কুষ্টিয়া (মোট ৯টি)	কুষ্টিয়া সদর গ্রাম: ঝাউদিয়া	২৩°৪৬'২৯.৯" উ. ৮৯°০৩'১৮.৬" পূ.	The Gazette of Pakistan Karachi 11 November 1968	ঝাউদিয়া শাহী মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৭ শতকে নির্মাণ করা হয়। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় মুঘল স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির অভ্যন্তরীণ দেয়াল গাত্রে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। মসজিদটির গম্বুজগুলোর উপরে পদ্ম-কলস নকশায় শোভিত রয়েছে। মসজিদটির চারকোণে ৪টি স্তম্ভ এবং পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশপথ রয়েছে।
২. বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত টেগর লজ			কুষ্টিয়া সদর পৌরসভার মিল পাড়া	২৩°৫৪'০৫.৯" উ. ৮৯°০৮'৪৬.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর, ২০১৭	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে বসবাসকালে 'টেগর লজ'-এর মত সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এ প্রাসাদটি প্রায় আয়াতাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে। উপর ও নিচ তলার ছাদে কাঠের বর্গার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। অধিকাংশ দরজা ও জানালায় অর্ধবৃত্তাকার খিলান রয়েছে। উপর ও নিচ তলার ছাদ বরাবর নকশাযুক্ত কার্ণিস রয়েছে।
৩.শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি			কুমারখালী শিলাইদহ	২৩°৫৫'১০.৮" উ. ৮৯°১৩'১১.৯" পূ.	The Gazette of Pakistan Karachi 03 August, 1961	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি নামের দ্বিতল ভবনটি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্মারক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত ঘোষিত এ ভবনটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবাহী বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন নিয়ে জাদুঘর হিসেবে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।
৪. বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত মহষী চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী (দাতব্য চিকিৎসালয়)			কুমারখালী ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম: কসবা	২৩°৫৫'২৬.৫" উ. ৮৯°১৩'২৪.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮	'দি মহর্ষী চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী' বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত দাতব্য চিকিৎসালয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারি দেখাশুনার জন্য শিলাইদহে আসেন। জমিদারি পরিচালনাকালে চিকিৎসা সেবার জন্য কসবা গ্রামে এ চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত ২টি একতলা জোড়া দালান। উভয় দালানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় সমান। ইংরেজি বর্ণ 'L' ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ স্থাপনার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অতি সাধারণ।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫. বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কাছারী বাড়ি (তহশিল খানা)			**কুমারখালী** ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম: কসবা	২৩°৫৫'২১.৪" উ. ৮৯°১৩'২৮.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮	১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারি দেখাশুনার জন্য শিলাইদহে আসেন। তিনি জমিদারি পরিচালনা কালে কসবা গ্রামে খাজনা আদায়ের জন্য একটি কাছারী বাড়ি (তহশিল খানা) নির্মাণ করেন। রবীন্দ্র কাছারী বাড়ি আয়তাকার ভূমি নকশায় তৈরি দোতলা দালান। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দালানটির দৈর্ঘ্য ১৯ মি. ৪৭ সে.মি. ও প্রস্থ ৯ মি.। দক্ষিণমুখী এ স্থাপনাটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানের।
৬. প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয়			**কুমারখালী** ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম: মাঝগ্রাম	২৩°৫৪'৫৪.২" উ. ৮৯°১৩'৪০.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮	রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে আসেন। তিনি তখন জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি নারী শিক্ষার উন্নয়নে দ্বিতীয় পুত্র বধূ প্রতিমা দেবীর নামে 'প্রতিমা দেবী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। রাণী ভবানী কর্তৃক নির্মিত কাছারীর যে অংশে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তা আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত একতলা দালান। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত দালানটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এ স্থাপনাটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানের।
৭. প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রী শ্রী গোপিনাথ মন্দির			**কুমারখালী** ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম: মাঝগ্রাম	২৩°৫৪'৫৩.২" উ. ৮৯°১৩'৪১.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮	মুঘল আমলে রাণী ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত কুষ্টিয়ার শিলাইদহে নির্মিত হয় গোপীনাথ মন্দির ও তৎসংলগ্ন শিব মন্দির। গোপীনাথ মন্দিরটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একটি একতলা দালান। এ মন্দিরের সামনে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ১ট বারান্দা ও ৩টি কক্ষ আছে। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ১৪.১৯ মিটার ও প্রস্থ ৯ মিটার। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে আসেন। তখন তিনি জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি গোপীনাথ মন্দিরও দেখাশুনা করেন।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮. প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রী শ্রী শিব মন্দির			কুমারখালী ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম: মাঝগ্রাম	২৩°৫৪'৫৪.১" উ. ৮৯°১৩'৪১.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮	মুঘল আমলে রাণী ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভূক্ত কুষ্টিয়ার শিলাইদহের মাঝগ্রামে ১টি শিব মন্দির নির্মিত হয়। এটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত চৌচালা শিব মন্দির। পূর্বমুখী এ মন্দির স্থাপনাটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য উন্নত মানের। এক কক্ষবিশিষ্ট এ মন্দিরের প্রতিটির বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭.৫ মিটার। মন্দিরটি নির্মাণে ব্যবহৃত ইট আকারে পাতলা ও ছোট। সামনে খিলানাকার ১টি প্রবেশপথ রয়েছে। এর দেয়ালের কিছু অংশে ফুল ও লতাপাতার পোড়ামটির অলংকরণ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে আসেন। তখন তিনি জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি শিব মন্দিরটি দেখাশুনা করেন।
৯. প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ স্নান ঘর।			কুমারখালী ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম: মাঝগ্রাম	২৩°৫৪'৫৪.৩" উ. ৮৯°১৩'৩৯.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮	মুঘল আমলে রাণী ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভূক্ত কুষ্টিয়ার শিলাইদহের মাঝগ্রামে ১টি রাধাকৃষ্ণ (শ্রী শ্রী গোপীনাথ দেব)-এর স্নান ঘর নির্মিত হয়। স্নান ঘরটি অষ্টভূজাকার ভূমি পরিকল্পনায় প্রায় ১.৫ মিটার উচুঁ বেধীর উপর নির্মিত স্থাপনা। বর্তমানে অপরিকলিল্পত সংস্কারের ফলে স্নান ঘরে আধুনিক সিমেন্টের আস্তর দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে আসেন। তখন তিনি জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি স্নান ঘরটিও দেখাশুনা করেন।
১০. আমঝুপি নীলকুঠি		২.মেহেরপুর (মোট ১টি)	মেহেরপুর সদর আমঝুপি	২৩°৪৪'২৮.৩" উ. ৮৮°৪০'৪১.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬	মেহেরপুরের ঐতিহাসিক আমঝুপি নীলকুঠি খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে নির্মাণ করা হয়। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত আমঝুপি নীলকুঠিটির ছোট-বড় সর্বমোট ১৩টি কক্ষ এবং সামনে ও পিছনে ১টি করে বারান্দা রয়েছে। ছাদে কাঠের বর্গা ব্যবহার করা হয়েছে। স্নেক প্রুফ মেঝেবিশিষ্ট এ নীলকুঠির অভ্যন্তরভাগ গরম রাখার জন্য একটি ফায়ার প্রেস রয়েছে। সামনে ও পিছনের বারান্দায় নকশাযুক্ত পিলারসহ লোহার তৈরি রেলিং রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১. পঞ্চরত্ন মন্দির		৩. ঝিনাইদহ (মোট ২১টি)	ঝিনাইদহ সদর নলডাঙ্গা	২৩°২৬'২৭.৭" উ. ৮৯°০৯'৫৪.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ মে, ২০১০	ধারণা করা হয় যে, সিদ্ধেশ্বরী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ১৯ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্গাকৃতির পাতলা টালি ইট ও চুন-সুরকি ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটি স্থানীয়ভাবে সংস্কার ও মেরামত করায় তার আদি বৈশিষ্ট্য প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে।
১২. গোরার মসজিদ			কালিগঞ্জ বেলাট দৌলতপুর	২৩°১৮'১১.২" উ. ৮৯°০৮'৩১.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট, ০৭ আগস্ট, ১৯৭৮	গোরার মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত চার গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫শতকে খান জাহান (র.) আমলের স্থাপত্যশৈলীতে নির্মাণ করা হয়েছে।
১৩. পাঠাগার ঢিবি (মসজিদ)			কালিগঞ্জ বেলাট দৌলতপুর	২৩°১৮'১৪.৬" উ. ৮৯°০৮'৫৭.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	পাঠাগার মসজিদটি সুলতানী যুগের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এক গম্বুজবিশিষ্ট পোড়ামাটির ইটে নির্মিত আয়তাকার মসজিদ। এ মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত বর্গাকার মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। পরবর্তীতে প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর আদলে মসজিদটি পুন:নির্মাণ করা হয়।
১৪. জোড়বাংলা ঢিবি (মসজিদ)			কালিগঞ্জ বারবাজার গ্রাম: দৌলতপুর	২৩°১৮'২১.০" উ. ৮৯°০৮'১১.২" পূ.	প্রজ্ঞাপন নং- শা:/৬/প্রত্ন:/অধি:- ৮/৯৩/১৩৭ (১) তারিখ: ০৭-০৩-১৯৯৩ বাংলাদেশ গেজেট ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৩	জোড়বাংলা ঢিবি প্রত্নস্থানটি খননের ফলে সুলতানী আমলের এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। এ মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। পরবর্তীতে প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর আদলে মসজিদটি পুন:নির্মাণ করা হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫. খড়ের দীঘি (মাতারাণীর দীঘি) ঢিবি			**কালিগঞ্জ** মিঠাপুকুর	২৩°১৮'০৪.৬" উ. ৮৯°০৯'০৫.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারী, ১৯৯৪	খড়ের দীঘি (মাতারাণীর দীঘি) ঢিবি কবরস্থান ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মিঠাপুকুর গ্রামে অবস্থিত। সুলতানী আমলের (খ্রি. ১৫ শতক) কবরস্থান বলে খ্যাত। কবর নির্মাণে চুন সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। ইটের আকৃতি বর্গাকার। কয়েকটি প্রাচীন কবরের সমন্বয়ে প্রাপ্ত স্থাপত্য ধ্বংসাবশেষ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।
১৬. মনোহর দীঘি ঢিবি (মসজিদ)			**কালিগঞ্জ** সাদিকপুর	২৬°২১'৫৪.১" উ. ৮৮°৩৮'১৮.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	মনোহর মসজিদ ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার সাদিকপুর গ্রামে অবস্থিত। সুলতানী যুগে (খ্রি. ১৫ শতক) নির্মিত ৩৫ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। ১৬টি পিলারের বেইজ ক্যাপিটাল এখনও বিদ্যমান। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। ইটের আকৃতি বর্গাকার।
১৭. বাদেডিহি ঢিবি			**কালিগঞ্জ** বাদেডিহি	২৩°১৮'১৪.০" উ. ৮৯°০৯'২৫.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বাদে ডিহি ঢিবি (কবরস্থান) অবস্থিত। ইট দিয়ে নির্মিত স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, মাটির নিচে প্রাক-মুসলিম আমলের কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেতে পারে।
১৮. নামাজগাঁও			**কালিগঞ্জ** বেলাট দৌলতপুর	২৩°১৮'৪৫.৯" উ. ৮৯°০৮'১৫.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	নামাজগাঁও প্রত্নস্থলটি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গলাকাটা মসজিদ থেকে ১ কি.মি. উত্তরে বেলাট দৌলতপুর গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এখানে ৭টি ইট নির্মিত গোরস্থান/সমাধিক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। প্রাপ্ত নিদর্শন দেখে এ প্রত্নস্থলটি খ্রিস্টীয় ১৫ শতকের বলে অনুমান করা হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯. দমদম ঢিবি			**কালিগঞ্জ** হাসিলবাগ	২৩°১৮'০৫.১" উ. ৮৯°০৮'৩১.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	দমদম ঢিবিটি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার হাসিলবাগ গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননে এ ঢিবি থেকে প্রাপ্ত স্থাপত্য কাঠামোগুলো চুন-সুরকি ও ইট দিয়ে নির্মিত। এ ঢিবিটি ইট লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাপ্ত নিদর্শন দেখে এ প্রত্নস্থলটি খ্রিস্টীয় ১৫ শতকের বলে অনুমান করা হয়।
২০. ঘোপের ঢিবি			**কালিগঞ্জ** ঘোপপাড়া	২৩°১৮'০২.২" উ. ৮৯°০৭'৪৪.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	ঘোপের ঢিবি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার মৌজার গোপিনাথপুর গ্রামে ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননে এ ঢিবিটিতে ১টি কবরস্থানের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। এ ঢিবিটি ইট লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাপ্ত নিদর্শন দেখে এ প্রত্নস্থলটি খ্রিস্টীয় ১৫ শতকের বলে অনুমান করা হয়।
২১. সিংদহা আউলিয়া মসজিদ			**কালিগঞ্জ** সিংদহা	২৩°২৫'৫৩.৮" উ. ৮৯°০৬'১৯.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ মে, ১৯৯৬	সিংদহা আউলিয়া মসজিদ ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার সিংদহা গ্রামে অবস্থিত। সম্ভবত খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদটি চার গম্বুজবিশিষ্ট। মসজিদটিতে ৬টি অষ্টকোণাকার স্তম্ভ রয়েছে। মসজিদটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর দেয়াল গাত্রে বিভিন্ন পোড়ামাটির জ্যামিতিক নকশা শোভিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২২. সাতগাছিয়া গায়েবানা মসজিদ			**কালিগঞ্জ** সাতগাছিয়া	২৩°১৮'৫৭.৮" উ. ৮৯°০৭'০৫.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর, ১৯৮৭	সাতগাছিয়া গায়েবানা মসজিদ ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারের সাতগাছিয়া গ্রামে অবস্থিত। নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রি. ১৫ শতক। এটি সুলতানী যুগে নির্মিত ৩৫ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননকালে এ মসজিদটি উন্মোচিত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩. জাহাজ ঘাট			**কালিগঞ্জ** হাসিলবাগ	২৩°১৭'৫৭.৩" উ. ৮৯°০৮'১২.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	জাহাজ ঘাট ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার হাসিলবাগ গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননে একটি চতুর্ভুজাকৃতির কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। নদী তীরবর্তী এ কাঠামোর অস্তিত্ব, কাঠামোর প্রকৃতি এবং জনশ্রুতি থেকে ধারণা করা যায় যে, বারোবাজার মুহাম্মাবাদ শহরে সুলতানী যুগে নির্মিত (খ্রিস্টীয় ১৫ শতক) একটি বন্দর ছিল। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২৪. গলাকাটা দীঘি ঢিবি (মসজিদ)			**কালিগঞ্জ** বারবাজার	২৩°১৮'২০.৭" উ. ৮৯°০৮'১৮.৯" পূ.	প্রজ্ঞাপন নং- শা:/৬/প্রত্ন:/অধি:- ৮/৯৩/১৩৭ (১) তারিখ: ০৭-০৩-১৯৯৩	গলাকাটা দীঘি ঢিবি (মসজিদ) ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বারবাজার গ্রামে অবস্থিত। ইটের তৈরী আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদটি ছয়টি অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত হয়েছে। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি পুন:নির্মাণ ও সংস্কার সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২৫. পীর পুকুর ঢিবি (মসজিদ)			**কালিগঞ্জ** বেলাট দৌলতপুর	২৩°১৮'০৯.১" উ. ৮৯°০৮'৪১.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	পীর পুকুর মসজিদটি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বেলাট দৌলতপুরে পীরপুকুর-এর পশ্চিমে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ১৫ গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। মসজিদের দেয়ালগুলো নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত টিকে ছিল। মসজিদটির চার কোণে অলংকৃত অষ্টভুজ কৌণিক বুরুজ সুষম ব্যবধানে আনুভূমিক বন্ধনী দ্বারা সজ্জিত। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত এ মসজিদটি সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে
২৬. নুনগোলা ঢিবি (মসজিদ)			**কালিগঞ্জ** ফুলবাড়ী	২৩°১৭'৫৩.১" উ. ৮৯°০৮'৪৯.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	নুনগোলা ঢিবি (মসজিদ) ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়িতে অবস্থিত। নুনগোলা দীঘি নামে পরিচিত একটি বড় আয়তাকার পুকুর পাড়ে অবস্থিত ঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি বর্গাকার মসজিদ উন্মোচিত হয়। খননকালে মসজিদের গম্বুজটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং দেয়ালগুলো নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত টিকে ছিল। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি পুন:নির্মাণ ও সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৭. শুকুর মল্লিক ঢিবি (মসজিদ)			**কালিগঞ্জ** হাসিলবাগ	২৩°১৭'৫২.৩" উ. ৮৯°০৮'৩৩.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪	শুকুর মল্লিক ঢিবি (মসজিদ) প্রত্নস্থলটি ঝিনাইদহ জেলাধীন কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার থেকে ৩০০ মিটার দক্ষিণে হাসিলবাগ গ্রামে অবস্থিত। সুলতানী যুগের একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। চারপাশে ৪টি অষ্টকোণাকার স্তম্ভ রয়েছে। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক পুন:নির্মাণ ও সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২৮. খালিশপুর প্রাচীন নীলকুঠি ভবন			**মহেশপুর** খালিশপুর	২৩°২৩'২৮.৮" উ. ৮৮°৫৬'২৯.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	খালিশপুর প্রাচীন নীলকুঠি ভবনটি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার অন্তর্গত খালিশপুর গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এ পরিত্যক্ত ইমারতটি নীলকুঠি ভবন নামেই পরিচিত। এটি খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে নির্মিত অন্যতম ঔপনিবেশিক ভবন বলে ধারণা করা যায়। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন-সুরকি ও ইট, কড়িবর্গা, টালি ব্যবহার করা হয়েছে।
২৯. দিপনগর ঢিবি			**হরিনাকুন্ড** দিপনগর	২৩°৪০'০২.২" উ. ৮৯°০৩'১৯.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর, ১৯৭৮	ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলাধীন দিগনগর গ্রামের একটি প্রাচীন জলাশয়ের তীরে ঢিবিটি অবস্থিত। ঢিবির উপরিভাগ থেকে ইট-পাথর সরানো এবং চাষাবাদের ফলে এর উচ্চতা কমে গেছে। তবে ঢিবির ভিতরে প্রশস্ত ভিত্তি দেয়ালের অস্তিত্ব এখনও টিকে আছে। ঢিবির চারদিকে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সে অবস্থানেও প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।
৩০. শাহী মসজিদ, শৈলকুপা দরগাপাড়া			**শৈলকূপা** দরগাপাড়া	২৩°৪১'১০.৯" উ. ৮৯°১৪'২৮.৬" পূ.	No. F.4-42/58-E.VI Karachi, 4 June, 1958	ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলাধীন দরগাপাড়ায় শাহী মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত সংস্কারের ফলে মসজিদটির আদিরূপের পরিবর্তন হয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১. ইলা মিত্রের বাড়ি			**শৈলকূপা** বাগুটিয়া (রায়পাড়া)	২৩°৩৬'৪৪.০" উ. ৮৯°১৫'৫৪.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ মার্চ, ২০১৭	ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলাধীন বাগুটিয়া রায়পাড়ায় ইলা মিত্রের পৈতৃক বাড়িটি অবস্থিত। বাড়িটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে নির্মাণ করা হয়েছে। বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্মৃতি নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত এ বাড়িটিতে বিদ্যমান স্থাপনার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অতি সাধারণ।
৩২. চারুলিয়া হযরত মেহমান শাহ (র:) মাজার সংলগ্ন প্রত্নঢিবি		৪. চুয়াডাঙ্গা (মোট ২টি)	**দামুড়হুদা** চারুলিয়া	২৩°৩৮'০৭.৭" উ. ৮৮°৪১'৩১.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৮ এপ্রিল, ২০১৯	চারুলিয়া হযরত মেহমান শাহ (র:) মাজার সংলগ্ন প্রত্নঢিবিটি চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামে অবস্থিত। এ প্রত্নঢিবির পৃষ্ঠদেশে প্রাচীনকালের পোড়ামাটির ইট ও মৃৎপাত্রের ভংগ্নাংশ দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে এ ঢিবিটি থেকে সুলতানী কিংবা মুঘল শাসন আমলের স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।
৩৩. কালুপোল রাজার ভিটা			**চুয়াডাঙ্গা সদর** কালুপোল	২৩°৩৩'৩০.৬" উ. ৮৮°৫৪'৫৪.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ আগস্ট, ২০১৮	কালুপোল রাজার ভিটা নামক প্রত্নঢিবিটি চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের কালুপোল গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে দু'টি নির্মাণ পর্বের সাক্ষ্যবাহী স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সুলতানি আমলের শহর 'খলিফাতাবাদ' (বাগেরহাট) ও 'মুহাম্মাদাবাদ' (বারবাজার) প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত স্থাপত্যিক নিদর্শন ও প্রত্নবস্তুর সাথে 'রাজার ভিটা' প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এ স্থানটি গন্ধর্ব রায় নামক জনৈক রাজার বাড়ি ছিল। হযরত খানজাহান (র.) এঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ও অন্যতম অনুসারী 'হযরত মালেক উল গাউস' এর সাথে রাজা গন্ধর্ব রায়ের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে রাজা গন্ধর্ব রায় পরাজিত ও নিহত হন। জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে ধারণা করা যায় যে, রাজা গন্ধর্ব রায় সম্ভবত খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে খানজাহান (র.) এঁর সমসাময়িক কোন আঞ্চলিক রাজা বা শাসক ছিলেন।
৩৪. রাজা সীতারাম রায়ের বিগ্রহ বাটী, দশভূজা, কৃষ্ণ মন্দির, দোল মঞ্চ, পুকুর ও কাছারী বাড়ি		৫. মাগুরা (মোট ৩টি)	**মহাম্মদপুর** পূর্ব নারায়ণপুর	২৩°২৪'১৬.৬" উ ৮৯°৩৫'৪৪.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৫ এপ্রিল, ২০১০	সীতারামের কীর্তিসমূহ মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার পূর্ব নারায়ণপুর গ্রামে অবস্থিত। খ্রিস্টীয় ১৮ শতকের দিকে ভূষণার সুবিখ্যাত জমিদার সীতারাম রায় কর্তৃক এ কীর্তিসমূহ নির্মিত হয়। সীতারাম রায়ের কীর্তিসমূহের মধ্যে সীতারাম রায়ের বিগ্রহ বাটী, দশভূজা, কৃষ্ণ মন্দির, দোল মঞ্চ, পুকুর ও কাছারী বাড়ি উল্লেখযোগ্য। এ কীর্তিসমূহে মুঘল স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত পাতলা ইট, টালি ইট ও চুন সুরকির গাঁথুনী রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৫. ভাত-ভিটা ঢিবি			মাগুরা সদর গ্রাম: টিলা	২৩°২৩'১৯.২" উ. ৮৯°২২'১০.২"পূ.	প্রজ্ঞাপন: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০ মে, ২০০৪ নং-সবিম/শা: ৬/ঐ-১এ-২৯/৯০/২৮০, তারিখ: ১০-০৫-২০০৪খ্রি:	ভাতভিটা ঢিবি মাগুরা জেলার সদর উপজেলার টিলা নামক গ্রামে অবস্থিত। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি হতে এটি বেশ উঁচু। স্থানের নামকরণ টিলা হতে অনুমান করা যায় প্রত্নস্থানটির এরূপ ভূমিরূপের কারণেই হয়তো হয়ে থাকবে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননে স্থাপত্যিক কাঠামো ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু উন্মোচিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ধারণা উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামোটি খ্রিস্টীয় ১ম - ২য় শতকের কোন বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপনা হতে পারে।
৩৬. কবি কাজী কাদের নেওয়াজ এর স্মৃতি ভবন			শ্রীপুর মুজদিয়া	২৩°৩৪'৫৪.৯" উ. ৮৯°২৪'০৬.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ নভেম্বর, ২০১৭	কবি কাজী কাদের নেওয়াজ এর স্মৃতি ভবন মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার মুজদিয়া নামক গ্রামে অবস্থিত। দোতলাবিশিষ্ট এ স্মৃতি ভবনে কবি বসবাস করতেন। উল্লেখ্য যে, কবি কাজী কাদের নেওয়াজের পৈতৃক নিবাস পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কবি ঢাকায় এসে প্রথমে নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং পরে ১৯৫১ সালে দিনাজপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৬৬ সালে অবসর গ্রহণ করে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার মুজদিয়া গ্রামে বসবাস করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। কবি কাজী কাদের নেওয়াজ অল্প বয়সেই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।
৩৭. ডা. নীহার রঞ্জন গুপ্তের বাড়ী		৬. নড়াইল (মোট ৩টি)	লোহাগড়া ইতনা	২৩°০৯'২৩.২" উ. ৮৯°৪১'২৮.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৩	সাহিত্যিক ডা. নীহার রঞ্জন গুপ্তের বাড়ী নড়াইল জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া উপজেলাধীন ইতনা নামক গ্রামে অবস্থিত। নীহাররঞ্জন গুপ্তের পৈতৃক এ বাড়িতে ১টি দ্বিতল দালান ও ১টি মন্দির রয়েছে। মন্দিরটি এ বাড়ির সামনে প্রবেশপথের বাম পাশে অবস্থিত। দ্বিতল দালানটি মন্দিরের সন্নিকটে ও পিছনে অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত দ্বিতল দালানটির নির্মাণশৈলী সাধারণ মানের।
৩৮. জোড়বাংলা মন্দির, কোটাকোল			লোহাগড়া কোটাকোল	২৩°০৭'২৮.১" উ. ৮৯°৪০'০৮.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট, ২০০৬	কোটাকোল জোড়বাংলা মন্দির নড়াইল জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া উপজেলাধীন কোটাকোল ইউনিয়নের কোটাকোল নামক গ্রামে অবস্থিত। এ মন্দিরটি গোবিন্দ দেবের জোড়বাংলা মন্দির হিসেবেও পরিচিত। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, সীতারাম রাজার দেওয়ান জনৈক সরকার জমিদার কর্তৃক আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৮ শতকে এ জোড়বাংলা মন্দির নির্মাণ করেন। কোটাকোল জোড়বাংলা মন্দির আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৯. প্রাচীন চাকলানবীশ মন্দিরগুচ্ছ (গোবিন্দদেবের জোড়বাংলা মন্দির, দোলমন্দির, মহাদেব/শিব মন্দির ও ভৈরব মন্দির)			লোহাগড়া শালনগর	২৩°১৬'৩৩.০" উ. ৮৯°৩৮'১৪.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬	প্রাচীন চাকলানবীশ মন্দিরগুচ্ছ নড়াইল জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া উপজেলাধীন শালনগরে অবস্থিত। প্রাচীন চাকলানবীশ মন্দিরগুচ্ছ-এর মধ্যে গোবিন্দদেবের জোড়বাংলা মন্দির, দোলমঞ্চ, ভৈরব মন্দির, শিব মন্দির ও দুর্গা মন্দির উল্লেখযোগ্য। জানা যায় যে, চাকলানবীশ জমিদার কর্তৃক আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৭-১৮ শতকে এ মন্দিরগুচ্ছ নির্মাণ করেন।
৪০. হাজী মোহাম্মদ মহসীন ইমাম বাড়া		৭. যশোর (মোট ১১টি)	যশোর সদর মুরলী	২৩°০৮'৩৬.৯" উ. ৮৯°১৪'০৪.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল, ১৯৮৭	যশোর জেলার সদর উপজেলার মুরলী বাসস্টান্ডের সন্নিকটে হাজী মোহাম্মদ মহসীন ইমাম বাড়া অবস্থিত। কথিত আছে দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীন কর্তৃক জনহিতৈষী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রার্থনা কক্ষ হিসেবে এ ইমাম বাড়াটি খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে নির্মাণ করেন। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় ভবনটি নির্মিত হয়েছে।
৪১. চাঁচড়া শিব মন্দির	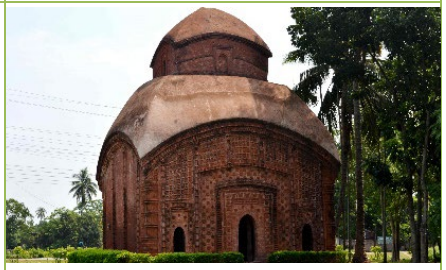		যশোর সদর চাঁচড়া	২৩°০৮'৪০.১" উ. ৮৯°১২'১৪.৮" পূ.	প্রজ্ঞাপন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নং শা:/৬/প্রত্ন: অধি:-২৮/৯১ তারিখ: ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫	যশোর জেলার সদর উপজেলায় চাঁচড়া শিব মন্দিরটি অবস্থিত। প্রত্নস্থানটি যশোর বাইপাস মহাসড়ক সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। মন্দির গাত্রে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায়, শ্রী মনোহর রায় ১৬১৮ শকাব্দে (১৬৯৬ খ্রি:) মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। পূর্বমুখী মন্দিরের সামনেই আছে শিব সাগর নামক একটি বিরাট জলাশয়। চার চালা এ ছোট মন্দিরের সামনের অংশে অতি সুন্দর কারুকার্য শোভিত রয়েছে।
৪২. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি			কেশবপুর সাগরদাঁড়ী	২২°৪৯'০৯.৬" উ. ৮৯°০৯'৪৭.৭" পূ.	The Gazette of Pakistan Islamabad 21 November 1966	বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্মারক নিদর্শন হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত পুরাকীর্তি মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে অবস্থিত। ১৮২৪ খ্রি: বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ দক্ষিণমূখী এ বাড়িটিতে বসতঘর ও মন্দিরসহ একাধিক একতলা ও দোতলা ভবন রয়েছে।
৪৩. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিতে ট্যাবলেটসহ স্তম্ভ			কেশবপুর সাগরদাঁড়ী	২২°৪৯'০৯.৬" উ. ৮৯°০৯'৪৭.৭" পূ.	No 1288 Mis. 22 November 1920	যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে অবস্থিত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাড়ির আঙ্গিনায় রয়েছে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিতে ট্যাবলেটসহ স্তম্ভ। কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত ট্যাবলেটসহ স্তম্ভটিতে রয়েছে শ্বেত পাথরে বাংলা বর্ণমালায় খোদিত সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কবির আবক্ষ মূর্তি।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৪. ভরত ভায়না			**কেশবপুর** ভরত-ভায়না	২২°৫০'৫৯.০" উ. ৮৯°২০'৫৫.৬" পূ.	No. 2633-Mis Date : 30-12-1922 Govt of Bengal, Education Department Calcutta, 20 November, 1923 AD.	যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ভরত ভায়না গ্রামে বুড়িভদ্রা নদীর প্রায় ৩০০ মিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভরত ভায়না বৌদ্ধ মন্দির অবস্থিত। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক কাশিনাথ দীক্ষিত ভরত ভায়না ঢিবি এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রাথমিক জরিপ কাজ পরিচালনা করেন ১৯২২-২৩ সালে। এ প্রত্নস্থানে পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪-৮৫ থেকে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামোর গাঠনিক ও বিবর্তনগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এটিকে বৌদ্ধ মন্দির বলে ধারণা করেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। ক্রুশাকৃতির এ মন্দির খ্রি. ৭ শতকের পরে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করা হয়। সর্বোতভদ্র শৈলীর এধরনের মন্দির সোমপুর মহাবিহার, শালবন বিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ভূমি নকশা এ মন্দিরের অনুরূপ।
৪৫. মির্জানগরস্থ নবাব বাড়ীর ৪ কামরা বিশিষ্ট হাম্মামখানা			**কেশবপুর** মির্জানগর	২২°৫৩'৫২.৩" উ. ৮৯°০৮'৪৯.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট, ৭ আগস্ট, ১৯৮০	স্থানীয়ভাবে কেল্লাবাড়ি নামে সুপরিচিত মির্জানগর হাম্মামখানা যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার মির্জানগর গ্রামে অবস্থিত। অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের গোসল কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে এ ধরনের হাম্মামখানা মুঘল শাসনামলের শেষ দিকে নির্মিত হয়। ধারণা করা যায়, স্থানীয় মুঘল কমান্ডার পদবীধারী জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এটি নিমিত হয়। ৩টি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত এ হাম্মামখানার উপরিভাগে ২টি অর্ধগোলাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত।
৪৬. শেখপুরা জামে মসজিদ			**কেশবপুর** শেখপুরা	২২°৪৯'৫৪.০" উ. ৮৯°১০'০৩.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট, ১ম খণ্ড ৯ নভেম্বর, ১৯৯৫	মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাল্য শিক্ষার স্মৃতি বিজড়িত শেখপুরা জামে মসজিদটি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার শেখপুরা গ্রামে অবস্থিত। কথিত আছে এ মসজিদ গৃহে বসেই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাল্যকালে জনৈক রেয়াজাতুল্লা নামক এক ফার্সি পন্ডিতের নিকট ফার্সি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি আয়াতাকার ভূমি পরিকল্পনায় খ্রিস্টীয় ১৮ শতকে নির্মিত।
৪৭. দমদম পীরের স্থান ঢিবি			**মনিরামপুর** দোনার	২৩°০৪'৪৩.৮" উ. ৮৯°১৩'৫৯.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ মে, ১৯৯৬	দমদম পীরের স্থান ঢিবি যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ভোজগাতী ইউনিয়নের দোনার গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে পরপর চার বছর খননের ফলে এখানে একটি পূর্বমুখী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। গর্ভগৃহস্থ অসম আকৃতির ও আয়তনের ২৪টি কক্ষের সমন্বয়ে এ মন্দির গঠিত। মন্দিরটির নির্মাণ কালকে খ্রিস্টীয় ২য় হতে ৩য় শতক বলে ধারণা করা হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৮. কায়েমকোলা মসজিদ			**ঝিকরগাছা** কায়েমকোলা	২৩°০৯'৫৮.৬" উ. ৮৯°০৫'৩১.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৮	যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার কায়েমকোলা নামক স্থানে এ মসজিদটি অবস্থিত। মুঘল যুগের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ইট নির্মিত আয়তাকার মসজিদ। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। ইটের আকৃতি বর্গাকার। স্থাপত্য কাঠামোটির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অসামঞ্জস্য ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।
৪৯. ১১টি শিব মন্দির			**অভয়নগর** ভাটপাড়া	২৩°০০'৩৫.২" উ. ৮৯°২৫'৫৯.৭" পূ.	প্রজ্ঞাপন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নং সবিম/শা: ৬/প্রত্ন: অধি-৯/৯৯/৩৪১, তারিখ: ২০ জুলাই, ২০০৩	যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে এ মন্দিরগুচ্ছটি অবস্থিত। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৮ শতকে মোট ১১ টি মন্দিরসহ এ মন্দিরগুচ্ছটি বিখ্যাত চাঁচড়া জমিদার পরিবারের সদস্য রাজা নীলকান্ত নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। এ মন্দিরগুচ্ছ দেবতা শিবের প্রতি উৎসর্গকৃত।
৫০. পীর খান জাহান আলী (রা:) জামে মসজিদ			**অভয়নগর** শুভরাড়া	২২°৫৯'৫১.৮" উ. ৮৯°২৮'০৩.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট, ৩১ অক্টোবর, ২০০২	শুভরাড়া পীর খানহাজান আলী (র.) জামে মসজিদটি যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার শুভরাড়া গ্রামে অবস্থিত। হজরত খানজাহান (র.) এর স্মৃতি বিজড়িত মসজিদটি পুন:নির্মাণের পূর্বে অত্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির চারকোণায় ৪টি অষ্টকোণাকার স্তম্ভ সংযুক্ত রয়েছে।
৫১. ছয়ঘড়িয়া জোড়া শিব মন্দির		৮.সাতক্ষীরা (মোট ১৪টি)	**সাতক্ষীরা সদর** ছয়ঘড়িয়া	২২°৪৬'২৪.৪" উ. ৮৯°০২'৫৩.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত ঝাউডাঙ্গা ইউনিয়নের ছয়ঘড়িয়া গ্রামে ছয়ঘরিয়া জোড়া শিব মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের গায়ে সংযুক্ত লেখা পোড়ামাটির ফলকচিত্রের লিপি ভাষ্য থেকে জানা যায়, জোড়া মন্দিরটি স্থানীয় জমিদার ফকির চাঁদ ঘোষ কর্তৃক ১২২০ বঙ্গাব্দে (খ্রি. ১৯ শতক) নির্মিত।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫২. অন্নপূর্ণা মন্দির			**সাতক্ষীরা সদর** পুরাতন সাতক্ষীরা	২২°৪২'১৪.২" উ. ৮৯°০৫'১৭.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	অন্নপূর্ণা মন্দিরটি সাতক্ষীরা শহরের পুরাতন সাতক্ষীরা এলাকায় সাতক্ষীরা-আশাশুনী সড়কের বাঁ দিকে অবস্থিত। প্রত্নস্থলটি স্থানীয়ভাবে 'মায়ের বাড়ি' নামে সুপরিচিত। বুড়ন পরগনার জমিদার শ্রী বিষ্ণু রাম চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি বাংলা ১২০১ সনে (১৭৯৪ খ্রি.) নির্মিত হয়। ত্রিতলবিশিষ্ট দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।
৫৩. জমিদারবাড়ি জামে মসজিদ, লাবসা			**সাতক্ষীরা সদর** লাবসা	২২°৪৪'৪৬.৩" উ. ৮৯°০৩'২১.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	জমিদারবাড়ি জামে মসজিদটি সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলাধীন লাবসা গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এ পুরাকীর্তিটি লাবসা মসজিদ কিংবা জমিদার বাড়ি জামে মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ফারসী হরফে উৎকীর্ণ লিপি ভাষ্য থেকে জানা যায়, মসজিদটি হিজরী ১৩০১ সালে (খ্রি. ১৮৮০) স্থানীয় জমিদার মুন্সী এমাদুল হক কর্তৃক নির্মিত হয়।
৫৪. প্রবাজপুর শাহী মসজিদ			**কালীগঞ্জ** প্রবাজপুর	২২°২৫'৪০.৫" উ. ৮৯°০১'৪৮.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল, ১৯৮৭	প্রবাজপুর শাহী মসজিদ সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন প্রবাজপুর গ্রামে অবস্থিত। জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, মুঘল শাসনামলে সুবাদার পারভেজ খাঁ মুঘল বাদশার নির্দেশে সেনাবাহিনীর নামাজ আদায়ের জন্য এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে মহানুভব সুবাদার পারভেজ খাঁর নামানুসারেই গ্রামটির নামকরণ করা হয় পারভেজপুর। যা লোকমুখে বিকৃত হয়ে প্রবাজপুর হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন পোড়ামাটির ফলকচিত্র শোভিত এ মনোরম চার গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি মূলত একটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৫. তেতুলিয়া জামে মসজিদ			**তালা** তেতুলিয়া	২২°৪৬'৫৪.৩" উ. ৮৯°১৫'০৪.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর, ১৯৮৭	তেতুলিয়া জামে মসজিদ সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার অন্তর্গত তেতুলিয়া গ্রামে অবস্থিত। মসজিদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় ১২৭০ বঙ্গাব্দে (১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) স্থানীয় জমিদার কাজী সালামতুল্লাহ কর্তৃক নির্মিত হয়। মসজিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর অপূর্ব নির্মাণশৈলী। গ্রেকো-রোমান ও ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যকলার অপূর্ব সংমিশ্রণে নির্মিত হয়েছে।
৫৬. ঝুড়িঝাড়া ঢিবি			**তালা** ঝুড়িঝাড়া	২২°৪৭'০৩.০" উ. ৮৯°১৫'৪৮.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	ঝুড়িঝাড়ার মাঠ নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত প্রত্নস্থানটি সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলাধীন আগৈলঝাড়া গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ স্থানে মুসলিমপূর্ব যুগের মন্দির স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে।
৫৭. দরবার স্তম্ভ			**তালা** তালা বাজার	২২°৪৪'৫৬.০" উ. ৮৯°১৫'২২.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	'দরবার স্তম্ভ' নামে পরিচিত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত মনুমেন্টটি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর তালার অন্যতম প্রাণ পুরুষ ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাজ কুমার বসু কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বঙ্গ-ভঙ্গের ঘোষণার প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের মুখে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে তাদের পূর্ব ঘোষিত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলে একটি সফল আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ও বিজয়ের স্মৃতি নিদর্শন হিসেবে নির্মিত হয়।
৫৮. ইশ্বরীপুর হাম্মামখানা			**শ্যামনগর** ইশ্বরীপুর	২২°১৮'২০.১" উ. ৮৯°০৬'৪০.৫" পূ.	-	ঈশ্বরীপুর হাম্মামখানা সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার অন্তর্গত ঈশ্বরীপুর গ্রামে অবস্থিত। তুর্কি "হাম্মাম" শব্দের বাংলা পারিভাষিক অর্থ হল স্নানাগার বা গোসলখানা। স্থানীয়ভাবে এটি হাফসিখানা, নহবত খানা কিংবা রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজকীয় অতিথিশালা নামেও পরিচিত।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৯. হাম্মামখানা ও তৎসংলগ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, জাহাজঘাটা			শ্যামনগর জাহাজঘাটা	২২°২২'৫৩.৩" উ. ৮৯°০৫'১২.৩" পূ.	প্রজ্ঞাপন নং শা:১১/১এ-২৯/৮০/২৭৩ (৩) তারিখ: ২০-০৮-১৯৮১ বাংলাদেশ গেজেট ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১	হাম্মামখানা ও তৎসংলগ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার অন্তর্গত জাহাজঘাটা গ্রামে অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত "জাহাজঘাটা হাম্মামখানা" পুরাকীর্তিটি স্থানীয়ভাবে রাজা প্রাতাপাদিত্যের জাহাজঘাটা নৌদুর্গ নামে পরিচিত। মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রতাপাদিত্য কর্তৃক যে শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। জাহাজঘাটা ছিল তার সদর দপ্তর ও প্রতাশ্রয়। জাহাজঘাটা খ্যাত বৃহৎ স্থাপনাটি মূলত স্নানাগার, মালখানা, শয়নকক্ষসহ ৬টি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত একটি স্থাপনা।
৬০. গোবিন্দ দেবের মন্দির তৎসংলগ্ন ঢিবি			শ্যামনগর গোপালপুর	২২°২০'১৭.৯" উ. ৮৯°০৫'৪৭.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	গোবিন্দ দেবের মন্দির তৎসংলগ্ন ঢিবি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত। এ প্রত্নস্থানটিতে চারটি ঢিবি ও একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব রয়েছে। স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ ও ঢিবির অবস্থান দৃষ্টে মনে হয় এগুলো একটি মন্দিরগুচ্ছ। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, মন্দিরসমূহ প্রতাপাদিত্যের চাচা রাজা বসন্ত রায় কর্তৃক বাংলা ১০১৬ সালের ২১ শে চৈত্র (খ্রি. ১৭ শতকে) নির্মিত হয়।
৬১. যীশুর গীর্জা			শ্যামনগর ইশ্বরীপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	যীশুর গীর্জা সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার অন্তর্ভূক্ত ঈশ্বরীপুর গ্রামে কদমতলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। জানা যায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি রাজা প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এ গীর্জাটি নির্মিত হয়। স্প্যানিস পর্যটক ডুজারিকের বিবরণ অনুযায়ী এটি বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম গীর্জা হলেও বর্তমানে এখানে কোন স্থাপত্যের অস্তিত্ব নেই।
৬২. যশোরেশ্বরী মন্দির			শ্যামনগর ইশ্বরীপুর	২২°১৮'২২.৭" উ. ৮৯°০৬'৪৫.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	যশোরেশ্বরী মন্দির সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার অন্তর্ভূক্ত ঈশ্বরীপুর গ্রামে অবস্থিত। রাজা প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি বিজড়িত যশোরেশ্বরী মন্দির। কথিত আছে আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৭-১৮ শতকের মধ্যে এ মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এখানে পুন:নির্মিত পঞ্চরত্ন সদৃশ ১টি মন্দির রয়েছে। এছাড়া প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৩. শ্যাম সুন্দর মন্দির	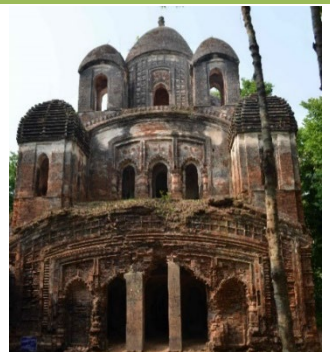		**কলারোয়া** সোনাবাড়িয়া	২২°৫২'৩৫.২" উ. ৮৮°৫৯'০৭.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	শ্যাম সুন্দর মন্দিরটি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার অন্তর্গত সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের সোনাইনদীর পূর্ব তীরে সোনাবাড়িয়া গ্রামে অবস্থিত। এ নবরত্ন মন্দিরটি স্থানীয়ভাবে সোনাবাড়িয়া মঠ নামেই অধিকতর পরিচিত। জানা যায় যে, ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জমিদার শ্রী হরিরাম দাস এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। তিনতলা বিশিষ্ট মন্দিরটি একটি উঁচু বেদীর উপরে নির্মাণ করা হয়েছে। এ মন্দিরটির উপরে সর্বমোট ৯টি রত্ন রয়েছে।
৬৪. কোঠাবাড়ির থান			**কলারোয়া** কোঠাবাড়ি	২২°৫৫'৩৯.২" উ. ৮৮°৫৯'৩১.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ জুন, ২০১২	'কোঠাবাড়ির থান' নামে বিলুপ্ত স্থাপনাটি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কোঠাবাড়ি গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে প্রায় বিলুপ্ত এ স্থাপনাটি কোঠাবাড়ির থান নামে পরিচিত হলেও স্থানটি পীরের দরগা নামে কথিত। স্থাপনাটির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এবং বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে। এটি মুঘল আমলে নির্মিত সেনা দুর্গের ভগ্নাবশেষ বলে জনশ্রুতি রয়েছে।
৬৫. মসজিদকুঁড় (বুড়া খাঁ) মসজিদ		**৯. খুলনা** (মোট ৮টি)	**কয়রা** মসজিদকুঁড়	২২°২৮'৪৩.৯" উ. ৮৯°১৭'০৭.৯" পূ.	No. 3471 Date :17.07.1912	মসজিদকুঁড় (বুড়া খাঁ) মসজিদ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন মসজিদকুঁড় গ্রামে অবস্থিত। নয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মাণ করা হয়। খানজাহানী স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত মসজিদটির সাথে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতি রয়েছে খান-ই-জাহানের ঘনিষ্ঠ সহচর বুড়াখা ও তদিয় পুত্র ফতেখাঁ কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়।
৬৬. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ী			**ফুলতলা** দক্ষিণডিহি	২২°৫৯'২৩.০" উ. ৮৯°২৭'৩৪.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬	বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্মারক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ী খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে অবস্থিত। ঔপনিবেশিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত দ্বিতল ভবনটিতে নিউ ক্লাসিক শিল্পশৈলীর প্রভাব বিদ্যমান। এ ভবনটি সংস্কার করে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত জাদুঘরে পরিণত করে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৭. তিন গম্বুজ মসজিদ, ধোপাখোলা			**ফুলতলা** ধোপাখোলা	-	প্রজ্ঞাপন : শা : ৬/প্রত্ন : অধি :- ১৯/৯৭(অংশ)/৭৭৯ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	তিন গম্বুজ মসজিদটি খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার জামিরা ইউনিয়নের ধোপাখোলা গ্রামে অবস্থিত। এটি মুঘল স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত ১টি মসজিদ ছিল। স্থানীয়ভাবে প্রাচীন মসজিদটির স্থলে অপরিকল্পিত নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।
৬৮. হযরত খানজাহান আলী (রহঃ) (পয়গ্রাম কসবা) জামে মসজিদ			**ফুলতলা** পায়গ্রাম	২৩°০০'২৭.৫" উ. ৮৯°২৬'৫৩.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৪ আগস্ট, ২০১৬	হযরত খানজাহান আলী (র.) কসবা জামে মসজিদ খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলাধীন পায়গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত মসজিদটি সুলতানী স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। এ মসজিদটির নির্মাণকাল প্রায় খ্রিস্টীয় ১৫ শতক মনে করা হয়।
৬৯. স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বাড়ী			**পাইকগাছা** রাড়ুলী	২২°৩৭'৩৯.৪" উ. ৮৯°১৫'৫০.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৭ নভেম্বর, ১৯৯৬	বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্মৃতি নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র (পিসি) রায়ের বাড়ী খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলী গ্রামে অবস্থিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী ১৮৫০ সালে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পিতা হরিশ চন্দ্র রায় কর্তৃক এ বাড়ীটি নির্মিত। বাড়ীটিতে রয়েছে ইটের তৈরি বসতঘর ও মন্দির।
৭০. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বসতভিটা			**রূপসা** পিঠাভোগ	২২°৪৮'৩৫.৫" উ. ৮৯°৩৮'৫৭.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৯ এপ্রিল, ২০১৫	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বসতভিটা খুলনা জেলার রূপসা উপজেলাধীন পিঠাভোগে অবস্থিত। বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্মৃতি নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত এ বসতভিটায় ২০১০ ও ২০১১ সালে পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭১. **কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউট**			**দিঘলিয়া** সেনহাটী	২২°৫২'১৬.৪" উ. ৮৯°৩২'৩০.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১০ মে, ২০১৮	সেনহাটী গ্রামে রয়েছে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পৈতৃক বসতভিটা, কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউট এবং তৎসলগ্নে রয়েছে কালি মন্দিরের ১টি ধ্বংসাবশেষের ঢিবি। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর পরে কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়।
৭২. **কালি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ঢিবি**			**দিঘলিয়া** সেনহাটী	২২°৫২'১৭.৪" উ. ৮৯°৩২'৩০.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১০ মে, ২০১৮	কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর পরে কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সেনহাটী গ্রামে কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ইন্সটিটিটিউটের পাশে অবস্থিত একটি ঢিবির উপরে রয়েছে নবনির্মিত ১টি কালি মন্দির। নব নির্মিত এ কালি মন্দিরটির স্থলে ১টি প্রাচীন কালি মন্দির ছিল। বহু বছর আগে প্রাচীন এ মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।
৭৩. **ষাট গম্বুজ মসজিদ**		**১০. বাগেরহাট** (মোট ১৭টি)	**বাগেরহাট সদর** সুন্দরঘোনা	২২°৪০'২৮.১" উ. ৮৯°৪৪'৩০.৬" পূ.	No. 3119 Date: 23.06.1913 দি ক্যালকাটা গেজেট (অংশ-১) ২৬-০৬-১৯১৩ খ্রি:	ষাটগম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় খুলনা বাগেরহাট মহাসড়ক সংলগ্ন সুন্দরঘোনা গ্রামে অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ আয়তাকার প্রাচীন মসজিদ। কথিত মতে ১৪৫৯ খ্রি. খানজাহান (র.) কর্তৃক এটি নির্মিত হয়। তুঘলক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এ মসজিদটির প্রকৃত গম্বুজ সংখ্যা ৮১টি। এর মধ্যে ৭টি চার চালা গম্বুজসহ পোড়ামাটির অনন্য কারুকার্য শোভিত রয়েছে। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
৭৪. **নয় গম্বুজ মসজিদ**			**বাগেরহাট সদর** ঠাকুরদিঘি	২২°৩৯'৩০.৮" উ. ৮৯°৪৫'১৯.৬" পূ.	S.R.O. 412(K)/66 Date: 27.4.66 Ministry of Education, Government of Pakistan	নয় গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় খানজাহান (র.) সমাধি সৌধ থেকে আনুমানিক ৩০০ মিটার পশ্চিমে ঐতিহাসিক ঠাকুর দিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে খানজাহানী স্থাপত্য শৈলিতে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। নয় গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের অভ্যন্তরে দু'সারি পাথরের থাম মোট নয়টি চৌকো খন্ডে বিভক্ত। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৫. রণবিজয়পুর মসজিদ			বাগেরহাট সদর রণবিজয়পুর	২২°৪০'০৫.১" উ. ৮৯°৪৫'২৯.০" পূ.	F-4-78/59.Evi Date: 3.12.1959 প্রজ্ঞাপন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, করাচি, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৯	রণবিজয়পুর মসজিদ বাগেরহাট জেলা শহর থেকে আনুমানিক ৬ কি. মি. পশ্চিমে রণবিজয়পুর গ্রামে অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে খানজাহানী স্থাপত্য শৈলীতে বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। এ মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ ও পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
৭৬. জিন্দাপীরের মাজার ও মসজিদ			বাগেরহাট সদর রণবিজয়পুর	২২°৩৯'৪২.৫" উ. ৮৯°৪৫'১৪.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ মার্চ, ২০১১	জিন্দাপীর মাজার ও তৎসংলগ্ন মসজিদটি বাগেরহাট জেলার খানজাহান (র.) সমাধি সৌধ থেকে ৩৫০মি. পশ্চিমে অবস্থিত। এটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। মসদিটির পূর্ব দেয়ালে ৩টি, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে খিলান দরজা এবং ৩টি মিহরাব রয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন মাজারটি স্থানীয় কমিটি কর্তৃক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এর আদি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
৭৭. সিংগার মসজিদ (সিংগাইর মসজিদ)			বাগেরহাট সদর সুন্দরঘোনা	২২°৪০'২২.১" উ. ৮৯°৪৪'৩৩.০" পূ.	প্রজ্ঞাপন : সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ বাংলাদেশ গেজেট ২ অক্টোবর, ১৯৭৫	বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে ২০০ মিটার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সিংগার (সিংগাইর) মসজিদটি অবস্থিত। খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। এ এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির চার কোণের চারটি সংলগ্ন গোলাকার বুরুজ মসজিদের কার্ণিস পর্যন্ত উঠানো। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
৭৮. বিবি বেগনী মসজিদ	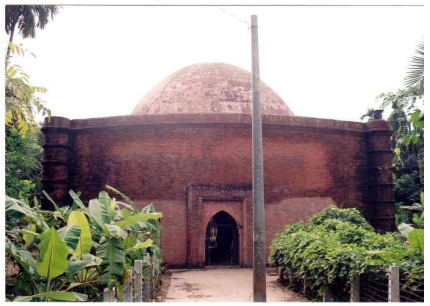		বাগেরহাট সদর মগরা	২২°৪০'৩৫.২" উ. ৮৯°৪৪'০৫.৮" পূ.	F-4-78/59.Evi Date: 3.12.1959 প্রজ্ঞাপন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, করাচি, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৯	বিবি বেগনী মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে পশ্চিমে মগরা গ্রামে অবস্থিত। খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত এ এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি বর্গাকার স্থাপত্য। স্থাপত্যিক শৈলীর বিচারে এ মসজিদটি সিংগাইর মসজিদের অনুরূপ। তবে এর পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের সংখ্যা ৩টি। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৯. চুনাখোলা মসজিদ			বাগেরহাট সদর মগরা	২২°৪০'৪২.৮" উ. ৮৯°৪৩'৫৫.৭" পূ.	প্রজ্ঞাপন : সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ বাংলাদেশ গেজেট ২ অক্টোবর ১৯৭৫	চুনাখোলা মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে পশ্চিমে মগরা গ্রামে অবস্থিত। খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত এ এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিবি বেগনী মসজিদের অনুরূপ। এ ধরনের শৈলী নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ এর গোয়ালদি মসজিদ (১৫১৯ খ্রি.) লক্ষ্য করা গেছে। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
৮০. রেজা খোদা মসজিদ			বাগেরহাট সদর সুন্দরঘোনা	২২°৩৯'৪৪.২" উ. ৮৯°৪৫'১২.০" পূ.	প্রজ্ঞাপন : শিক্ষা মন্ত্রণালয় (সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ) নং এলবি/১এ-৭৩/৭৭ তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ বাংলাদেশ গেজেট ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৭	রেজা খোদা মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় খানজাহান (র.) সমাধি সৌধ থেকে আনুমানিক ৩৫০ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত। ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাটের একমাত্র ছয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। বর্তমানে ধাবংসাবশেষ অবস্থায় মিহরাবসহ কেবলা দেয়ালের অংশবিশেষ বিদ্যমান। পশ্চিম দেয়ালে পোড়ামাটির ঝুলন্ত শিকল নক্শা ও লতা-পাতার নক্শা দ্বারা সজ্জিত। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
৮১. উলুখ খান জাহান (র.) এর বসতবাড়ি			বাগেরহাট সদর সুন্দরঘোনা	২২°৪০'৪১.৮" উ. ৮৯°৪৪'৩৪.৮" পূ.	এল.এ.কেস নং-৭/৯৭-৯৮ মূলে ৯.১১৫ একর ভূমি অধিগ্রহনকৃত।	উলুখ খান জাহান (র.) এর বসতবাড়ি বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে আনুমানিক ২৫০ মিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। প্রায় ১০ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত প্রত্নটিবিটি ২০০১ সালে পরীক্ষামূলকসহ ২০০৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রত্নাতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। খননে উম্মোচিত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু ও স্থাপত্যিক নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষসমূহকে মধ্যযুগীয় বিস্মৃত শহর খলিফাতাবাদের অংশবিশেষ বলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকগণ মনে করেন।
৮২. উলুখ খানজাহান (র) কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন রাস্তা			বাগেরহাট সদর সুন্দরঘোনা, সুন্দরঘোনা বাজেয়াপ্তি ও মগরা	২২°৪০'৩৫.৯" উ. ৮৯°৪৪'৪৫.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ মার্চ, ২০১১	খানজাহানের নির্মিত প্রাচীন রাস্তা বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে আনুমানিক ৩০০ মিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। বাংলাদেশের একমাত্র প্রাচীন সড়ক নিদর্শন হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত পুরাকীর্তির তালিকাভূক্ত খানজাহান (র:) প্রাচীন রাস্তাটি প্রায় ৭ মিটার প্রশস্ত। তিনটি মৌজায় অবস্থিত এ প্রাচীন রাস্তাটির প্রায় ১ কি.মি. পর্যন্ত টিকে আছে। সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়া পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তাটির সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮৩. পীর খান জাহান আলীর মাজার সংলগ্ন এক গম্বুজ জামে মসজিদ			বাগেরহাট সদর ঠাকুরদীঘি	২২°৩৯'৩৯.৫" উ. ৮৯°৪৫'৩০.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ কলিকাতা গেজেট (অংশ-১), ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩	পীর খান জাহান (র.) মাজার সংলগ্ন এক গম্বুজ জামে মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় পীর আলী তাহেরের কবর সংলগ্ন পশ্চিম দিকে অবস্থিত। খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় এ মসজিদটি খানজাহানী স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত হয়। মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে পাশাপাশি ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে প্রতিটিতে ১টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
৮৪. পীর খান জাহানের মাজার			বাগেরহাট সদর ঠাকুরদিঘি	২২°৩৯'৩৯.৫" উ. ৮৯°৪৫'৩১.০" পূ.	No. 3119 Date: 23.06.1913 কলিকাতা গেজেট (অংশ-১) ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩	পীর খান জাহান (র.) মাজার বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ঠাকুর দিঘির উত্তর পাড়ে এবং পীর আলী তাহেরের সমাধী সংলগ্ন পূর্ব দিকে অবস্থিত। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ সমাধি সৌধ-এর মাঝামাঝি তিনটি ধাপে নির্মিত হয়েছে। সমাধি ভবনের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে ২টি প্রবেশপথ ও উত্তরে ১টি কুলুঙ্গি রয়েছে। প্রধান প্রবেশ পথটি দক্ষিণ দিকে নির্মিত। সমাধির অভ্যন্তরে পাথরের উপর কিছু ক্যালিওগ্রাফি উৎকীর্ণ রয়েছে। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
৮৫. পীর আলীর মাজার			বাগেরহাট সদর ঠাকুরদিঘি	২২°৩৯'৩৯.৪" উ. ৮৯°৪৫'৩০.৬" পূ.	কলিকাতা গেজেট (অংশ-১), ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩	পীর আলীর সমাধি বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ঠাকুর দিঘির উত্তর পাড়ে এবং পীর জাহান (র.) সমাধি সংলগ্ন পশ্চিম দিকে অবস্থিত। খানজাহান (র.) ঘনিষ্ট সহচর পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের প্রস্তর নির্মিত সমাধিতে তিন ধাপবিশিষ্ট পার্সিয়ান ক্রিপ্টের আদলে নির্মিত কবরাবরণে আরবী ও ফার্সি ভাষায় কালেমা উৎকীর্ণ রয়েছে। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
৮৬. সাবেক ডাংগা মসজিদ (পুরাতন জামে মসজিদ)			বাগেরহাট সদর সাবেক ডাংগা	২২°৪১'০৪.৭" উ. ৮৯°৪৫'৫১.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০	সাবেক ডাংগা মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় সাবেক ডাংগা গ্রামে অবস্থিত। এ স্থাপনাটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। চারচালা ছাদ দিয়ে আচ্ছাদিত দক্ষিণমুখী প্রার্থনা কক্ষটির অভ্যন্তরীণ চার দেয়ালে পোড়ামাটির ফলকে ফুল-লতা-পাতার অপুর্ব কারুকাজ রয়েছে। স্থাপত্যিক বৈশেষ্ট্য ও নির্মাণকাল নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। 'মসজিদের শহর বাগেরহাট' এর মধ্যে অবস্থিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮৭. **দশ গম্বুজ মসজিদ**			**বাগেরহাট সদর** নোনাডাঙ্গা	২২°৩৯'৫৩.৫" উ. ৮৯°৪৬'০৫.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ মার্চ, ২০১১	দশ গম্বুজ মসজিদটি বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন খানজাহান (র:) সমাধি সৌধ থেকে ১.৫ কি.মি. উত্তর-পূর্বদিকে নোনাডাঙ্গায় অবস্থিত। দশগম্বুজ মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। মসজিদের নির্মাণের সঠিক সময় নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অনেকেরই ধারণা এ মসজিদটি হোসেন শাহী আমলে নির্মিত হয়। স্থানীয় মসজিদ কমিটির অর্থায়নে আধুনিক নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করে মসজিদটিতে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার ফলে এর আদি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে।
৮৮. **আদিনা প্রত্ন ঢিবি**			**বাগেরহাট সদর** সোনাডাঙ্গা	-	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ মার্চ, ২০১১	বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাস্থ সোনাডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত প্রত্নঢিবিটি মধ্যযুগের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রত্নঢিবি হিসেবে পরিচিত। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ঢিবির শীর্ষদেশের উচ্চতা প্রায় ২.৫ - ৩ মিটার। ঢিবির চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে পাথরের পিলার ও বেইজ ক্যাপিটাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রত্নঢিবির নীচে ৩৫ গম্বুজ বিশিষ্ট খানজাহানী স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত কোন প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে বলে অনেকেরই ধারণা করেন।
৮৯. **অযোধ্যা মঠ** (কোদলা মঠ)			**বাগেরহাট সদর** কোদলা	২২°৪৪'৩১.৩" উ. ৮৯°৪৬'২০.৭" পূ.	The Calcutta Gazatte (part-1) No. 1662 Mis Date: 27 June1923	রেখা টাইপ এবং শিখরা স্টাইলে নির্মিত অপরূপ পোড়ামাটির ফলক শোভিত ও কারুকাজ সমৃদ্ধ এ অনিন্দ্য সুন্দর মঠটি ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে ৮ কি.মি. দূরে বাগেরহাট জেলার অযোধ্যা গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এ মঠটি কোদলা মঠ নামে পরিচিত। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ মঠটির উচ্চতা ১৮.২৯ মি.। মঠটির সুউচ্চ শিখর ও দেয়াল গাত্রে অসংখ্য পোড়ামাটির লতা-পাতা-ফুলের অলংকরণে সজ্জিত। জনশ্রুতি রয়েছে ,রাজা প্রতাপাদিত্যের সভাসদ গৃহের পন্ডিত অবিলম্ব স্বরস্বতীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মঠটি খ্রিস্টীয় ১৭ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত হয়।